[2021] 7 এস. সি. আর. 520

হরিয়ানা রাজ্য

বনাম

হরনাম সিং (মৃত) টিএইচআর। এলআরএস। ও অন্যান্য

(2008 সালের দেওয়ানি আপিল নং 6825)

নভেম্বর 25,2021

[এল. নাগেশ্বর রাও এবং অনিরুদ্ধ বোস, জেজে।]

উত্তরাধিকার আইন, 1925: এস. 63-অপ্রকাশিত উইলগুলির এক্সেকশন উইল ইউ/- এর প্রমাণ এস. 63-- অনুষ্ঠিত হয়েছেঃ এস এর প্রয়োজনীয়তা। 63 এর শর্তাবলী যান্ত্রিকভাবে মেনে চললে তা পূরণ করা যাবে না - উক্ত বিধানের প্রয়োজনীয়তা পূরণের প্রমাণ অবশ্যই নির্ভরযোগ্য হতে হবে-তথ্যের ভিত্তিতে, উইলের লেখক বলে দাবি করা ব্যক্তি এবং মূল বাদীর মামলার সমর্থনে সাক্ষ্যদানকারী দুই সাক্ষী, কিন্তু ট্রায়াল কোর্ট এবং প্রথম আপিল আদালত উভয়ই তাদের সাক্ষ্যকে অবিশ্বাস করে-উইলকারী ডি-এর থাম্ব ইমপ্রেশন মেলেনি-মৃত্যুদণ্ডের স্থান সম্পর্কে সাক্ষীদের সত্যায়িত করার প্রমাণের দ্বন্দ্ব-ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং আদালতগুলি এই ধরনের প্রমাণকে নির্ভরযোগ্য বলে মনে করেনি-সুতরাং, হাইকোর্ট আইনের প্রশ্ন প্রণয়নে ভুল করেছিল যে উইলটি এস-এর পরিপ্রেক্ষিতে প্রমাণিত হয়েছিল। 63 - প্রকৃতপক্ষে, উভয় তথ্য অনুসন্ধানকারী আদালত খুঁজে পেয়েছে যে উইলটি প্রমাণিত হয়নি-হাইকোর্ট গঠন করেছে শুধুমাত্র তথ্যের প্রশ্ন নিয়ে আইনের প্রশ্ন-এটি তার সিদ্ধান্তে আসার জন্য একটি বিস্তারিত তথ্যগত তদন্তে গিয়েছিল, যদিও একটি আবেদনের শুনানি করার সময় এই ধরনের তদন্ত অনুমোদিত ছিল না s.100 সিপিসি-সুতরাং, বিচার আদালত এবং প্রথম আপিল আদালত কর্তৃক প্রদত্ত রায়ে কোনও বিকৃতি নেই-হাইকোর্ট কর্তৃক প্রদত্ত রায় বাতিল করা হয়।

আপিল মঞ্জুর করে আদালত

বলা হয় ।। হাইকোর্টের মতামত ছিল যে উইলটি 1925 সালের উত্তরাধিকার আইনের 63 ধারার পরিপ্রেক্ষিতে প্রমাণিত হয়েছিল এবং এই ধরনের সিদ্ধান্তে আসার সময় হাইকোর্ট প্রকৃত তদন্তের গভীরে গিয়েছিল। আপিলের রায় থেকে এটা স্পষ্ট যে, আইনের প্রশ্ন প্রণয়ন শুধুমাত্র সত্যের প্রশ্ন ছিল। উপরন্তু, যে প্রশ্নের ভিত্তিতে আপিলটি গৃহীত হয়েছিল, সেই প্রশ্নটি প্রণয়নের ক্ষেত্রে হাইকোর্ট এই ভিত্তিতে অগ্রসর হয় যে, আইনের 63 ধারার পরিপ্রেক্ষিতে উইলটি প্রমাণিত হয়েছে। উইলের লেখক বলে দাবি করা ব্যক্তি এবং সেইসাথে প্রমাণকারী দুজন

হরিয়ানা রাজ্য বনাম। হরনাম সিং (মৃত) টিএইচআর। এলআরএস। 521

সাক্ষীরা মূল বাদী 'ক'-এর মামলার সমর্থনে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন, কিন্তু বিচার আদালত এবং প্রথম আপিল আদালত উভয়ই তাদের সাক্ষ্যকে অবিশ্বাস করেছিল। পরীক্ষকের বুড়ো আঙুলের ছাপের সঙ্গে মেলেনি। মৃত্যুদণ্ডের স্থান সম্পর্কে সাক্ষীদের প্রমাণের ক্ষেত্রে দ্বন্দ্ব ছিল। আইনের 63 ধারার প্রয়োজনীয়তা পূরণ করা হয়েছে বলে বলা যায় না এর শর্তাবলীর
যান্ত্রিক সম্মতি। উক্ত বিধানের প্রয়োজনীয়তা পূরণের প্রমাণ অবশ্যই নির্ভরযোগ্য হতে হবে। তথ্য অনুসন্ধানকারী আদালত এই ধরনের প্রমাণকে নির্ভরযোগ্য বলে মনে করেনি। [অনুচ্ছেদ 7] [525-এফ-এইচ; 526-এ-বি]

1.2 হাইকোর্ট প্রশ্নটি প্রণয়নে ভুল করেছে
আইনের 63 ধারার পরিপ্রেক্ষিতে উইলটি প্রমাণিত হওয়ার ভিত্তিতে আইন। প্রকৃতপক্ষে, সত্য অনুসন্ধানকারী আদালত-বিচার আদালত এবং প্রথম আপিল আদালত উভয়ই খুঁজে পেয়েছিল যে উইলটি প্রমাণিত হয়নি। সাক্ষীদের প্রমাণগুলি অবিশ্বাস্য ছিল কারণ তারা সত্য অনুসন্ধানকারী আদালতের আস্থা জাগিয়ে তুলতে ব্যর্থ হয়েছিল। হাইকোর্ট, যাইহোক, তার অনুসন্ধানে আসার জন্য একটি বিস্তারিত তথ্যগত তদন্তে গিয়েছিলেন। D শুনানির সময় এই ধরনের তদন্তের অনুমতি ছিল না। সিপিসি-র 100 ধারার অধীনে আপিল করুন। বিচার আদালত এবং প্রথম আপিল আদালতের সিদ্ধান্তে হাইকোর্টের হস্তক্ষেপ করা উচিত ছিল না। রায়ে কোনও বিকৃতি নেই
তথ্যের প্রথম দুটি আদালত। [অনুচ্ছেদ 7,8] [526-জি-এইচ; 527-এ-বি]

1.3 হরিয়ানা রাজ্য এবং বিবাদী নম্বরের মধ্যে আন্তঃসম্পর্কিত বিরোধের প্রশ্ন। 2 4-এই আবেদনে অভিশংসকের আইনী উত্তরাধিকারীদের সমাধান করা যাবে না কারণ সেই প্রশ্নের বিচারের জন্য নতুন প্রমাণের প্রয়োজন হবে এবং এটি সম্পূর্ণরূপে একটি নতুন বিরোধ তৈরি করবে যা পূর্বে যে মামলা থেকে বর্তমান আপিল উত্থাপিত হয়েছিল তাতে সমাধান করা হয়নি। মূল আসামী নম্বর আছে কিনা সে সম্পর্কে কোনও স্পষ্ট প্রমাণ নেই। 2 বিচারের পর্যায়ে 4 জনকে সমন বা কার্যধারার নোটিশ দেওয়া হয়েছিল। প্রয়াত আইনজ্ঞের আইনি প্রতিনিধি বলে দাবি করা ব্যক্তিদের জন্য হরিয়ানা রাজ্যের দাবি নিয়ে প্রশ্ন তোলার সুযোগ থাকবে।
সিভিল অ্যাপেললেট জুরিশনঃ 2008 সালের দেওয়ানি আপিল No.6825।

সুপ্রিম কোর্টের প্রতিবেদন

হাইকোর্টের 05.05.2008 তারিখের রায় ও আদেশ থেকে 1982 সালের আর. এস. এ-তে চণ্ডীগড়ের পাঞ্জাব ও হরিয়ানার বিচাবিভাগের বিচারপতি।

ডাঃ মনিকা গুসাই, উকিল। আবেদনকারীর জন্য। অভয় কে. বেহরা, সিনিয়র অ্যাড. , সৌরভ তিওয়ারি, অশোক কে মহাজন, বি. জে. পি সিং, অমিত সাহনি, বানো দেশওয়াল, শ্রীমতি রিমা চৌহান, আর. সি কৌশিক, আইনজীবীরা। উত্তরদাতাদের জন্য।

আদালতের রায় দেন অনিরুদ্ধ বোস, জে।

1. আমাদের সামনে আপিলকারী হলেন হরিয়ানা রাজ্য 2008 সালের 5ই মে চণ্ডীগড়ে পঞ্জাব ও হরিয়ানা রাজ্যের জন্য হাইকোর্টের একটি রায়ের বৈধতা। আপীলের অধীনে রায়ে, হাইকোর্ট বিচার আদালত এবং প্রথম আপিল আদালতের সমবর্তী সিদ্ধান্তকে বাতিল করে দেয় একজন কিষাণ সিংয়ের ইচ্ছার সত্যতা নিয়ে, যার দ্বারা 52 কানাল এবং 3টি কৃষিজমি রয়েছে। হরিয়ানার কুরুক্ষেত্র জেলার মার্লাদের উত্তরাধিকারসূত্রে দেওয়া হয়েছিল একজন হরনাম সিং (মৃত)। উইল [যার ইংরেজি অনুবাদ কাউন্টারের সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে-হরনাম সিং (মৃত)-এর আইনী উত্তরাধিকারী হিসাবে এবং তার পক্ষে দায়ের করা নাসিব সিং-এর হলফনামা] জমির এলাকা বা বিবরণ নির্দিষ্ট করে না। স্বভাবের মধ্যে উক্ত দলিলটি "আমার স্ব-অর্জিত সমস্ত জমি এবং পট্টি ডোগরান কৈথালে অবস্থিত অন্যান্য অস্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির"।

2. 1975 সালের 15ই জানুয়ারি (হাইকোর্টের রায়ে প্রতিফলিত তারিখ) কিষাণ সিং-এর মৃত্যুতে, মূল বাদী হরনাম সিং (মৃত) প্রয়াত কিষাণ সিং-এর ইচ্ছাপত্রের ভিত্তিতে জমি দাবি করেছিলেন, যা 1974 সালের 10ই ডিসেম্বর কার্যকর করা হয়েছিল (হাইকোর্টের রায়ে প্রতিফলিত তারিখ)। তিনি উক্ত উইলের অধীনে নিজেকে উত্তরাধিকারী বলে দাবি করেছিলেন। স্বীকার করা যায়, হরনাম সিং (মৃত) রক্তের দিক থেকে প্রয়াত কিষাণ সিং-এর সঙ্গে সম্পর্কিত ছিলেন না। প্রথমজন প্রয়াত কিষাণ সিং-এর জমি চাষ করছিলেন, কারণ এটি বিচার আদালতের সামনে প্রমাণ হিসাবে প্রকাশিত হয়েছে। ইচ্ছাপত্রে, যার সত্যতা নিয়ে হরিয়ানা রাজ্য দ্বিমত পোষণ করে, এটি নথিভুক্ত করা হয়েছে যে হরনাম সিং (মৃত) প্রয়াত কিষাণ সিংকে দেখাশোনা করছিলেন। প্রথম দৃষ্টান্তের কর্তৃপক্ষ, উক্ত ইচ্ছার ভিত্তিতে, হরনাম সিং (মৃত)-এর পক্ষে জমিটি রূপান্তরিত করেছিল। কিন্তু সহকারী কালেক্টর উইলের এইচ-এর অস্তিত্ব স্বীকার না করায় মিউটেশনের আবেদন প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। এস্কেটের মতবাদ প্রয়োগ করে, জমিটি হরিয়ানা রাজ্যে রূপান্তরিত হয়েছিল।

হরনাম সিং (মৃত) টিএইচআর। এলআরএস।

[অনিরুদ্ধ বোস, জে।]

রাষ্ট্রের পক্ষে। এরপরে, 29শে মে, 1978-এ উক্ত হরনাম সিং (মৃত) দ্বারা নিম্নলিখিত ত্রাণ চেয়ে মামলাটি দায়ের করা হয়েছিলঃ - যে কোনও উপায়ে মামলার সম্পত্তি নিলাম বা বিচ্ছিন্ন করা থেকে বিবাদীদের বিরত রাখার আদেশ বিনীতভাবে বাদীর পক্ষে এবং মামলার খরচ সহ বিবাদীর বিরুদ্ধে পাস করা যেতে পারে। বাদী 'সি'-এর অধিকারী বলে বিবেচিত অন্য যে কোনও ত্রাণও মঞ্জুর করা যেতে পারে। (কাগজের বইয়ের সাথে সংযুক্ত হিসাবে অভিযোগের অনুলিপি থেকে আক্ষরিকভাবে উদ্‌ধৃত)

3. মামলায় দিওয়ান সিং (যেহেতু মৃত), সোহান সিং (যেহেতু মৃত) এবং কেহর সিং (যেহেতু মৃত)-কে অভিযুক্ত করা হয়। আসামী নং। 2 4 পর্যন্ত। তাঁরা প্রয়াত কিষাণ সিং-এর (তাঁর চাচাত ভাইদের পুত্র) ভাগ্নে বলে মনে হয়। উত্তরাধিকারের বিদ্যমান নিয়ম অনুসরণ করে তাদের বিবাদী করা হয়েছিল। কিষাণ সিং যে তাঁর স্ত্রী বা কোনও সন্তানের দ্বারা বেঁচে ছিলেন তার কোনও প্রমাণ পাওয়া যায়নি। আসামী নং। 2 তিনিও মারা গেছেন কিন্তু তাঁর আইনি প্রতিনিধিদের নথিতে আনা হয়েছে। পিটিশনের কারণ শিরোনামে করা অনুমোদন প্রকাশ করে যে বিবাদী নং। 3 এবং 4 জনও মারা গেছেন এবং তাদের স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করছেন বিবাদী নং-এর আইনি প্রতিনিধিরা। 2 এই আবেদনে

4. ট্রায়াল কোর্ট 1981 সালের 22শে অক্টোবর মামলাটি খারিজ করে দেয়, যা শুধুমাত্র প্রথম আসামী (হরিয়ানা রাজ্য) দ্বারা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা হয়েছিল। বিচার আদালতের রায়ে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে বলা হয়েছেঃ -

" 7 (ঘ) অনিচ্ছাকৃত এবং নৈমিত্তিক পদ্ধতির পরিপ্রেক্ষিতে, যেখানে উইলটি হঠাৎ করে লেখা হয়েছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে, যেহেতু এখন জি দ্বারা উইল করার জন্য চাওয়া জমির কুরুক্ষেত্র নং উইলটিতে উল্লেখ করা হবে না বা এমন লোকদের দ্বারা এটি লিখিত বা সত্যায়িত করা হয়নি যারা দাবি করতে পারে যে তারা মৃত ব্যক্তির সাথে পরিচিত (যেহেতু তাদের নিজস্ব বিবৃতি অনুসারে স্বাচ্ছন্দ্য সহ উপহারটি মৃত ব্যক্তির সাথে সম্পর্কিত ছিল না বা অবহিত করা হয়নি এবং এটি স্বাচ্ছন্দ্যের সাথে সুযোগ হতে পারে। যদি আমি তা বলতে পারি), আমি অক্ষম

এগুলির বিবৃতিগুলি সহজেই গ্রহণ করা যে মৃত ব্যক্তি কখনও তলব করা ফাইলের অনুলিপিতে উইল Ex.A.1 কার্যকর করা হয়েছে যার Ex.P.4 বাদীর পক্ষে। পিডব্লিউ 1,2,3 এবং 4-এর সাক্ষ্যের ধাক্কা মূল্যায়নের পরিপ্রেক্ষিতে। ইয়ানের অভিমত যে মৃত কিষাণ সিং বাদী পক্ষের পক্ষে কোনও উইল কার্যকর করেননি, সেই অনুযায়ী। নম্বর ইস্যুর মৃত্যু হয়েছে বাদীর বিরুদ্ধে এবং আসামীর পক্ষে।
(কাগজের বইয়ের সাথে সংযুক্ত হিসাবে রায়ের অনুলিপি থেকে আক্ষরিকভাবে উদ্ধৃত)

5. প্রথম আপিল আদালত 1982 সালের 20শে জুলাই উক্ত রায়টি নিশ্চিত করে বলেছিলঃ -

" 14. আপিলকারীর পক্ষে লার্ড আনসিল আমার সামনে যুক্তি দিয়েছিলেন যে যখন সাক্ষীদের বিবৃতি একে অপরের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় তখন তাদের ইচ্ছার বাস্তবায়ন প্রমাণ করার জন্য রাখা উচিত। আমার অভিমত এই যে, এই মুহূর্তে সাক্ষীদের বক্তব্য সামঞ্জস্যপূর্ণ হলেও এগুলি আত্মবিশ্বাস জাগায় না এবং তা নয়। ইচ্ছার বাস্তবায়ন প্রমাণ করার জন্য যথেষ্ট কারণ ইচ্ছার উপর বুড়ো আঙুলের ছাপ কারণ ইচ্ছার উপর বুড়ো আঙুলের ছাপ মৃত ব্যক্তির প্রমাণিত হয় না। উইলটি লাইসেন্সপ্রাপ্ত পিটিশন লেখক দ্বারা লিখিত নয়। সাক্ষীদের সাক্ষ্যদানকারী লেখক গ্রামের অন্তর্গত নন এর সাথে কোনও বিশেষ সংযোগ না থাকা সুযোগ সাক্ষী হবে মৃত। এই সমস্ত ঘটনাগুলি দেখায় যে ইচ্ছার যথাযথ প্রয়োগ প্রমাণিত হয় না। সুতরাং। নং বিষয়ে ট্রায়াল কোর্টের সিদ্ধান্ত নিশ্চিত এবং নিশ্চিত হওয়ার যোগ্য। "
(কাগজের বইয়ের সাথে সংযুক্ত হিসাবে রায়ের অনুলিপি থেকে আক্ষরিকভাবে উদ্ধৃত)

6. হরনাম সিং (মৃত)-এর দ্বিতীয় আপিল গ্রহণের জন্য হাইকোর্ট আইনের নিম্নলিখিত প্রশ্নটি প্রণয়ন করেছিলঃ - " কিষাণ সিং যে উইলটি কার্যকর করেছেন বলে অভিযোগ করা হয়েছে তা আসল কিনা বা নীচের উভয় আদালতই এটি অবিশ্বাস করতে পারে, যা আইনের 63 ধারার বিধান অনুসারে প্রমাণিত হয়েছে। ভারতীয় উত্তরাধিকার আইন "।
(কাগজের বইয়ের সাথে সংযুক্ত হিসাবে রায়ের অনুলিপি থেকে আক্ষরিকভাবে উদ্ধৃত)

হাইকোর্ট এইচ কোর্টগুলির অনুসন্ধানের তথ্যের থেকে আলাদা দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েছিল এবং রায় দিয়েছ

[অনিরুদ্ধ বোস, জে।]

" উত্তরদাতা রাষ্ট্রের শিক্ষিত কৌঁসুলি আরও যুক্তি দিয়েছিলেন যে 'এ' উইলটি নিবন্ধিত নথি নয়। এই যুক্তি গ্রহণ করা যায় না কারণ আইনের কোনও প্রয়োজনীয়তা নেই যা নিবন্ধিত করতে হবে। অবশ্যই, যদি একটি উইল নিবন্ধিত হয় তবে এটি অবশ্যই তার সত্যতা প্রমাণ করার জন্য একটি পরিস্থিতি হবে তবে একটি উইল নিবন্ধিত না হওয়ার নিছক সত্যটি ইচ্ছাকে প্রমাণ করার জন্য অন্যান্য দৃঢ় প্রমাণ বাতিল করার জন্য যথেষ্ট হবে না। বর্তমান মামলায় বাদী-আপিলকারীর দ্বারা উপস্থাপিত সাক্ষীরা দুইজন স্বাধীন প্রত্যয়নকারী সাক্ষী, যাঁদের মধ্যে একজন পৌর কাউন্সিলর এবং যিনি উইল লিখেছিলেন, তাঁদের পরীক্ষা করে উইলের যথাযথ বাস্তবায়ন সফলভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছেন। সমস্ত সি সাক্ষী উইল কার্যকর করার সময় পরীক্ষকের মানসিক অবস্থা সম্পর্কে নিশ্চিত করেছেন। এমন কিছু নথিভুক্ত নেই যা দেখায় যে কোনও সাক্ষীর উইলের প্রস্তাবিত হরনাম সিংয়ের সাথে কিছু সম্পর্ক রয়েছে, যাতে দেখান যে তাদের সাক্ষ্য মিথ্যা এবং অগ্রহণযোগ্য।

(কাগজের বইয়ের সাথে সংযুক্ত হিসাবে রায়ের অনুলিপি থেকে আক্ষরিকভাবে উদ্ধৃত)

7। হাইকোর্টের মতামত ছিল যে উইলটি প্রমাণিত হয়েছিল 1925 সালের ভারতীয় উত্তরাধিকার আইনের 63 ধারার শর্তাবলী এবং এই ধরনের সিদ্ধান্তে আসার সময় হাইকোর্ট প্রকৃত তদন্তের গভীরে যায়। আপিলের রায় থেকে এটা স্পষ্ট যে, আইনের প্রশ্ন প্রণয়ন শুধুমাত্র তথ্যের প্রশ্ন ছিল। উপরন্তু, জি প্রশ্ন গঠনের ক্ষেত্রে, যার ভিত্তিতে আপিল গৃহীত হয়েছিল, হাইকোর্ট এই ভিত্তিতে অগ্রসর হয় যে উইলটি ভারতীয় উত্তরাধিকার আইন, 1925-এর 63 ধারার পরিপ্রেক্ষিতে প্রমাণিত হয়েছিল। উইলের লেখক বলে দাবি করা ব্যক্তি এবং মূল বাদীর মামলাটিকে সমর্থন করার জন্য সাক্ষ্যদানকারী দুই সাক্ষী, তবে বিচার আদালত এবং প্রথম আপিল আদালত উভয়ই

তাদের সাক্ষ্যকে অবিশ্বাস করে। কিষাণ সিং-এর আঙুলের ছাপের সঙ্গে মেলেনি। মৃত্যুদণ্ডের স্থান সম্পর্কে সাক্ষীদের প্রমাণের ক্ষেত্রে দ্বন্দ্ব ছিল। ভারতীয় উত্তরাধিকার আইন, 1925-এর 63 ধারার প্রয়োজনীয়তা তার শর্তাবলীর যান্ত্রিক সম্মতি দ্বারা পূরণ করা হয়েছে বলে বলা যায় না। উক্ত বিধানের প্রয়োজনীয়তা পূরণের প্রমাণ অবশ্যই নির্ভরযোগ্য হতে হবে। দ্য. তথ্য অনুসন্ধানকারী আদালত এই ধরনের প্রমাণকে নির্ভরযোগ্য বলে মনে করেনি। 1925 সালের আইনের 63 ধারার বিধানে বলা হয়েছেঃ -

" 63. সুবিধাবঞ্চিত উইলগুলি কার্যকর করা। - প্রতিটি পরীক্ষক, কোনও অভিযানে নিযুক্ত সৈনিক না হয়ে বা প্রকৃত কাজে নিযুক্ত না হয়ে যুদ্ধ, [অথবা একজন এয়ারম্যান তাই নিযুক্ত বা নিযুক্ত,] অথবা একজন নাবিক সমুদ্র, নিম্নলিখিত নিয়ম অনুযায়ী তার উইল কার্যকর করবেঃ –

(ক) উইলকারী উইলটিতে স্বাক্ষর করবেন বা তার চিহ্ন লাগাবেন, অথবা তার উপস্থিতিতে এবং তার নির্দেশে অন্য কোনও ব্যক্তি স্বাক্ষর করবেন।

(খ) অভিশংসকের স্বাক্ষর বা চিহ্ন অথবা তাঁর পক্ষে স্বাক্ষরকারী ব্যক্তির স্বাক্ষর এমনভাবে স্থাপন করতে হবে যাতে মনে হয় যে, এর মাধ্যমে লেখাটিকে উইল হিসাবে কার্যকর করার উদ্দেশ্যে করা হয়েছিল।

(গ) উইলটি দুই বা ততোধিক সাক্ষী দ্বারা সত্যায়িত হবে, যাদের প্রত্যেকে উইলটিতে উইলকারীর চিহ্ন দেখেছেন বা তার চিহ্ন লাগিয়েছেন। অথবা অন্য কাউকে উইলে স্বাক্ষর করতে দেখেছেন, উইলকারীর উপস্থিতিতে এবং নির্দেশে, অথবা উইলকারীর কাছ থেকে তাঁর স্বাক্ষর বা চিহ্ন বা অন্য ব্যক্তির স্বাক্ষরের ব্যক্তিগত স্বীকৃতি পেয়েছেন; এবং প্রতিটি সাক্ষী উইলকারীর উপস্থিতিতে স্বাক্ষর করবেন, কিন্তু একই সময়ে একাধিক সাক্ষী উপস্থিত থাকার প্রয়োজন হবে না এবং কোনও নির্দিষ্ট ধরনের প্রত্যয়নপত্রের প্রয়োজন হবে না। , এইভাবে, হাইকোর্ট এই ভিত্তিতে আইনের প্রশ্ন প্রণয়নে ভুল করেছিল যে উইলটি ভারতীয় আইনের 63 ধারার পরিপ্রেক্ষিতে প্রমাণিত হয়েছিল।

উত্তরাধিকার আইন, 1925। প্রকৃতপক্ষে, সত্য-অনুসন্ধানকারী আদালত-বিচার আদালত এবং প্রথম আপিল আদালত উভয়ই খুঁজে পেয়েছিল যে উইলটি প্রমাণিত হয়নি। সাক্ষীদের প্রমাণগুলি অবিশ্বাস্য ছিল কারণ তারা সত্য অনুসন্ধানকারী আদালতের আস্থা জাগিয়ে তুলতে ব্যর্থ হয়েছিল। হাইকোর্ট অবশ্য তার সিদ্ধান্তে আসার জন্য একটি বিস্তারিত তথ্যগত তদন্তে গিয়েছিল। আমরা সেই

। [অনিরুদ্ধ বোস, জে।]

মতামত যে 1908 সালের দেওয়ানি কার্যবিধির 100 ধারার অধীনে একটি আবেদনের শুনানি করার সময় এই ধরনের একটি তদন্ত অগ্রহণযোগ্য ছিল। 8. আমাদের মতে, বিচার আদালত এবং প্রথম আপিল আদালতের সিদ্ধান্তে হাইকোর্টের হস্তক্ষেপ করা উচিত ছিল না। প্রথম দুটি আদালতের রায়ে আমরা কোনও বিকৃতি খুঁজে পাই না। বি।

9. প্রয়াত কিষাণ সিং-এর আইনি উত্তরাধিকারীরাও এর বিরোধিতা করেছেন। এই আদালতে আপিল এবং একটি পাল্টা হলফনামা সুখবিন্দর সিং নামে এক ব্যক্তির দ্বারা দায়ের করা হয়েছে। উক্ত পাল্টা হলফনামায় তিনি একটি আবেদন করেছেন যে আসামী নং। 2 4 জনকে উক্ত মামলা সম্পর্কে অবহিত করা হয়নি। আসামী নং। 2 4 জনকে প্রথম আপিল আদালতে পক্ষগুলির দল থেকে এই ভিত্তিতে বরখাস্ত করা হয়েছিল যে, উক্ত আদালতে আপিলকারীর কৌঁসুলির জমা দেওয়া তথ্য অনুযায়ী সি-এর বিরুদ্ধে কোনও স্বস্তি দাবি করা হয়নি। আসামী নং। 2 ভারতীয় উত্তরাধিকার আইন, 1925-এর 47 এবং 48 ধারার অধীনে জমি-এই বিষয়ে তাদের অধিকার নিয়ে এই কার্যধারা চলাকালীন 4 জন তাদের দাবি উত্থাপন করেছে। কিন্তু প্রশ্নটা এমন নয় এই কার্যধারায় বিচার করা হয়েছে। হরিয়ানা রাজ্য এবং বিবাদী নম্বরের মধ্যে আন্তঃসম্পর্কিত বিরোধের প্রশ্ন। 2 এই আবেদনে 4-এর সমাধান করা যাবে না কারণ নতুন প্রমাণকে সেই প্রশ্নের বিচারের দিকে পরিচালিত করতে হবে এবং এটি সম্পূর্ণরূপে একটি নতুন বিরোধ তৈরি করবে যা পূর্বে যে মামলা থেকে বর্তমান আপিল উত্থাপিত হয়েছিল তাতে সমাধান করা হয়নি। মূল আসামীর নাম আছে কিনা সে সম্পর্কে আমাদের কাছে স্পষ্ট প্রমাণ নেই। 2 বিচারের ই পর্যায়ে 4 জনকে সমন বা কার্যধারার নোটিশ দেওয়া হয়েছিল। এটি বৈধ বলে দাবি করা ব্যক্তিদের জন্য উন্মুক্ত থাকবে। প্রয়াত কিষাণ সিং-এর প্রতিনিধিরা বিষয়টির উপর হরিয়ানা রাজ্যের দাবি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন-এস্কেট মতবাদের অধীনে জমি। আমরা এই রায়ে সেই বিকল্পটি বন্ধ করি না।

10. এই পরিস্থিতিতে আমরা আপিলের অনুমতি দিই এবং হাইকোর্টের এফ রায়কে খারিজ করে দিই। বিচার আদালত এবং প্রথম আপিল আদালতের রায়গুলি পুনরুদ্ধার করা হয়। কিন্তু মূল আসামীর আইনি প্রতিনিধিদের দাবির বিষয়ে নং। 2 মামলা জমির উপর 4 পর্যন্ত, আইনের অধীনে অনুমোদিত উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য তাদের জন্য উন্মুক্ত থাকবে।

11. খরচ সম্পর্কে কোনও অর্ডার থাকবে না।

আপিল অনুমোদিত।

নিধি জৈন

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other

purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায়বো ঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়ো গের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Sukanta Sen